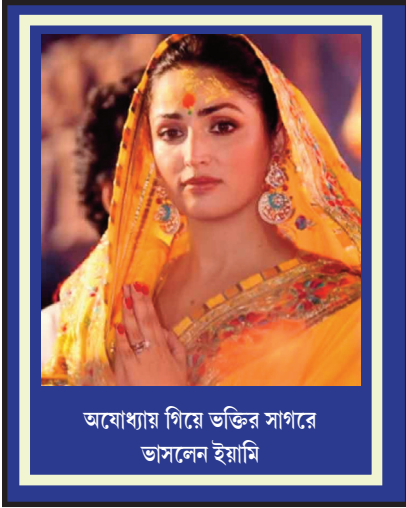




বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



২৭ আশ্বিন ১৪৩৩। বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১১ সংখ্যা ৮ পাতা

ভারত বিরোধী শ্লোগান!
শিকাগোয় হিন্দু মন্দিরে
ভারতীয়দের গণহত্যার ছক
১৯ বছরের যুবকের



এস আই আর-এর পর
এসএসআর! বাংলা-সহ ১৭
রাজ্যে নতুন ঘোষণা
কমিশনের



রাজস্থানের জঙ্গলে
আরডিএক্স, পাকিস্তান থেকে
ড্রোনে বিস্ফোরক পাচার,
বিরাট নাশকতার ছক!



বাংলায় এসব করতে দেব না 'আরশোলা'দের বার্তা শুভেন্দুর

নয়া জামানা : আরশোলা'দের বিক্ষোভ নিয়ে উত্তপ্ত দিল্লি। বিদেশি শক্তির অঙ্গুলিহেলনে এমন বিক্ষোভ বলেই মনে করছে বিজেপি। তবে তার আঁচ কোনওভাবেই বাংলায় পড়তে দেবেন না বলেই সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চমীতে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মেচোগাম সমাজশিক্ষা কেন্দ্র ও ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গাপূজার সূচনা করেন তিনি। এরপরই সেকথা বলেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, অশান্তি তৈরির জন্য দেশে থেকে দেশকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চলছে। দেশের মানুষ এগুলো মেনে নেবে না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশকে আরও শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। তবে আমরা এই রাজ্যে কোনভাবে এসব করতে দেব না। নির্বাচন কমিশনের দুই কমিশনারের বক্তব্য উপেক্ষা করে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত এই রিপোর্ট ঘিরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানেশকে আগেই তোপ দাগেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। পথে নেমে আন্দোলনেও शामिल হন তাঁরা। পুলিশি ধরপাকড়ের মুখোমুখিও হন। সে প্রসঙ্গেই এদিন মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, অশান্তি তৈরির জন্য দেশে থেকে দেশকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চলছে। দেশের মানুষ এগুলো মেনে নেবে না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশকে আরও শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। তবে আমরা এই রাজ্যে কোনভাবে এসব করতে দেব না। পাঁশকুড়ার উন্নয়ন নিয়েও এদিন মুখ খোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, পাঁশকুড়া এলাকার উন্নয়ন থমকে থাকবে না। এলাকার বিধায়ক সিন্টু সেনাপতির হাত ধরে উন্নয়ন চলবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থ কোনও বাধা হবে না।



অবকাশকালীন বেঞ্চ ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয় অভিষেককে ভৎসনা বিচারপতির, আবেদন খারিজ হাই কোর্টের

নয়া জামানা : কলকাতা হাই কোর্টে ফের ধাক্কা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের বিরোধিতা করে তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলা জরুরি ভিত্তিতে শুনতে রাজি হল না কলকাতা হাই কোর্ট। পাশাপাশি অভিষেককে ভৎসনা করল আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন, অবকাশকালীন বেঞ্চ কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়। তাই জরুরি শুনানির আর্জি শোনা হবে না। জানা গিয়েছে, অভিষেকের মামলাটি ডিসেম্বরে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু দ্রুত শুনানির আবেদন জানান অভিষেক। বৃহস্পতিবার মামলাটির দ্রুত শুনানির জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। তিনি জানান, অভিষেকের বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই ডিসেম্বরের আগেই এই মামলার শুনানি হোক। দ্রুত শুনানি করা সম্ভব না হলে মামলাটি পাঠানো হোক অবকাশকালীন বেঞ্চ। অভিষেকের আইনজীবীর আর্জিতে রাজি হননি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। উলটে ভৎসনা করেন। তিনি বলেন,



অবকাশকালীন বেঞ্চ কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়। চাইলেই সব মামলা এই বেঞ্চ পাঠিয়ে দেওয়া যায় না। দা পাশাপাশি বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই মামলার দ্রুত শুনানি কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই অভিষেককে ডিসেম্বরের পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে। তাই ফের একবার হাই কোর্টে ধাক্কা খেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা হাই কোর্টে ফের ধাক্কা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের বিরোধিতা করে তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলা জরুরি ভিত্তিতে শুনতে রাজি হল না কলকাতা হাই কোর্ট।

এবার দিল্লির রামলীলায় রাবণের সঙ্গে আরশোলা বধ!

নয়া জামানা : এবার রামলীলার ময়দানেও আরশোলা! রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদের পাশাপাশি ৩০ ফুটের আরশোলাকেও 'বধ' করা হবে দিল্লিতে। ইতিমধ্যে রাজধানীতে শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতি। প্রশ্ন উঠছে, নথিবদ্ধ রাজনৈতিক দল না হয়েও একাধিক আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা, কেন্দ্রের শাসক দলের নাভিস্থাস তোলা অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত 'ককরোচ জনতা পার্টি'ই কি আরশোলা বধের নেপথ্যে? রাজধানীর পিতামপুরার 'শ্রী কেশব রামলীলা কমিটি' সদস্যদের দাবি, 'আরশোলা' বধ আসলে 'অপরিচ্ছন্নতা ও ময়লা'র বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের অংশ হিসাবেই বিষয়টিকে দেখা হচ্ছে। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট বিজেপি বিধায়ক অশোক গোয়েল। তাঁর বক্তব্য, রামলীলায় আরশোলা বধের সঙ্গে রাজনীতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাহলে হঠাৎ আরশোলা বধ কেনা? গোয়েলের দাবি, রাবণসেনায় অসুরদের মধ্যে ছিল আরশোলাও। এই হল সেই আরশোলা প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে জন্ম হয় 'ককরোচ জনতা পার্টি'র। 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র প্যারোডি করা শব্দগুচ্ছ। অনলাইনে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত দলটি। এক সপ্তাহের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ যুবা এর সদস্য হয়। ইনস্টাগ্রামে ২ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার হয়। এরপর প্রশ্ন ফাঁস আন্দোলনে নামে তারা। যার জেরে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।





১৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

ব্লগারদের দাপটে ছোট খাবারের দোকানও 'ব্র্যান্ড'

কিন্তু গুণমান?



ভুগারে প্রচারে বিখ্যাত অসংখ্য ছোট খাবারের দোকান 'দেখো ক্যাসে ভর ভরকে মাখন দে রহা হ্যায়, ও ভাই।' 'লেগ পিসের সাইজ দেখে নিন। পুরো ২০০ গ্রাম।' 'পকেটে ১০০ টাকা আছে। কী খাওয়াবে?' এর উত্তরে ভেসে আসে '১০০ তো অনেক। ৬০ টাকায় ভরপেট খাইয়ে দেব। ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি, মাছ ও মাংস, চার্টনি, শর্ট ভিডিও এবং রিলের সুবাদে এমন অভিজ্ঞতা প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে এখন। কোথায় কোন খাবার কত সস্তা অথচ কত সরেস, তা জানাতে না-পারলে যেন কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ঘুম নেই। বিরিয়ানির উপর খাঁটি গাওয়া ঘি ঢালার

অনুপম দৃশ্য দেখে পাবলিক চমৎকৃত। কুলচার সঙ্গে পনিরের পরিবেশন দেখিয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর দাবি করছে এ খাবার ভূ-ভারতের সেরা। আহ্লাদ করে, নানা ধরনের কণ্ঠসুরে, কনটেন্ট ক্রিয়েটরগণ রীতিমতো জমিয়ে দিয়েছে। ১৫ বছর আগেও এমনটি ভাবা যেত না। কোথাকার খাবার ভালো, কোথাকার রেসিপি অনন্য তা ছড়িয়ে পড়ত লোকমুখে, এবং তাতে অনেক সময় লাগত। এখন প্রযুক্তি এসে পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দিচ্ছে না। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার কবিশেষণে ছুঁ ছুঁ করে ছড়িয়ে যাচ্ছে খাদ্যাখাদ্যের বিজ্ঞাপন। সেই সঙ্গে ছড়াচ্ছে

বিক্রেতাদের স্টাইল স্টেটমেন্ট, কথা বলার কায়দা, পারস্পরিক রেযারেবি। সব মিলিয়ে অভিনব বিজ্ঞাপন। ফুড ব্লগারদের সৌজন্যে ছোট ও মাঝারি খাদ্যবিক্রেতা ও নাম-না-জানা খাবারের দোকান এখন ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। মানুষও মজেছে কনটেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই খেতে চলে যাচ্ছে সেসব দোকানে, স্টলে। কিন্তু খাবারের গুণমান বাস্তবে উত্তরোল কি না, সে নিয়ে আলোচনা হয় কি? গুচ্ছ তেলমশলা দিলেই বুঝি রান্না খোলতাই হয়? ১০০-র জায়গায় ৬০ টাকায় পুরো থালি পাওয়া গেলেই কি সে খাবার খেতে উত্তম ও সুস্বাদু? কোয়ালিটি

অনেকটা মানেই কি সে খাবারের প্রস্তুতিহেঁদে উর্ধ্বে? এই ফুড ব্লগার গোষ্ঠীর সৌজন্যে বিজ্ঞাপনের বহর বেড়েছে; প্রচারে এসেছে দ্রুতি, জনচিন্তকে কামড়ে ধরার প্রকোপ; তাৎক্ষণিক খ্যাতির মহিমা কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও বিক্রেতাদের মধ্যে গড়ে তুলেছে এমন এক বাস্তবতন্ত্র যা একে-অপরকে সুবিধা প্রদানের শর্তে টিকে রয়েছে কি না, তা নিয়ে সংশয় জাগে। কিন্তু খাবারের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলায়, যে-টাকায় যে-পরিমাণ খাবার দেওয়া হচ্ছে তা স্বাদের নিরিখে অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়েছে না হয়নি এসব বলার প্রয়োজন কখনও এই কনটেন্ট ক্রিয়েটরগণ

বোধ করেনি। ফলে প্রশাসনের তরফে যখন খাদ্য সুরক্ষার মান খতিয়ে দেখার পালা শুরু হল, তখন ঝপাঝপ ঝাঁপ পড়ে গেল অসংখ্য খাবারের দোকানের। তাতে বড় নাম যেমন রয়েছে, রয়েছে তুলনায় অল্পপরিচিত প্রতিষ্ঠানও। গুণমানের পরীক্ষায় অনুষ্ঠান হয়ে এখনও বহু দোকান বন্ধ। পূজোর সময় খুলবে কি না, ধন্দ। যুক্তি-তর্কের পরিসরে এই কনটেন্ট ক্রিয়েটররা কি ছাড়পত্র পেতে পারে? তারা মানুষের কাছে 'খবর' পৌঁছে দিয়েছে যখন, তখন খবরের ভাল-মন্দের দায় কেন নেবে না? না কি লাইকের নেশায় তারা গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করতে পারেনি ঠিক করে?





১৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

আগাম জামিনও মিলল না, পুজোর মুখে সোহমকে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা



সিনেমায় অভিনয়ের জন্য টাকা নেওয়ার পরও ছবি তৈরি না করার অভিযোগে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় বড় ধাক্কা খেলেন তিনি। বুধবার কলকাতা হাই কোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। ফলে পুজোর আগে অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে কি না, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগগুলি এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি। মামলার অভিযোগকারী বালুরঘাটের বাসিন্দা তরুণ দাস। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে একটি সিনেমা তৈরির জন্য সোহমের সংস্থাকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বাণ্ডিআটির একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে ওই টাকা লেনদেন হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও ছবির কাজ শুরু হয়নি। টাকা ফেরত চাওয়া হলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ তরুণের। এই মামলাতেই গ্রেপ্তারি এড়াতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সোহম। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের এজলাসে বুধবার সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। ফলে তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে কি না, এখন সেটিই নজরে। এর মধ্যেই সোহমের সংস্থাকে ঘিরে আরও একটি অভিযোগ সামনে এসেছে। গত জুনে কৌশিক কর্মকার নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে ‘সোহম এন্টারটেনমেন্ট’-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তাঁর দাবি, ‘লাল সুটকেসটা কোথায়’ ছবির জন্য সংস্থাটিতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি। ছবিটি তৈরি হয়নি, ফেরতও মেলেনি বিনিয়োগের টাকা। টাকা চাওয়ার সময় সোহম বিধায়ক পরিচয় দিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে ওই মামলায় চুক্তির কিছু নথি ভুয়ো বলে দাবি করা হয়েছিল। প্রতারণা, জালিয়াতি-সহ জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআরও হয়। দুই পৃথক অভিযোগ সামনে আসায় সোহমের সংস্থার আর্থিক লেনদেন ও ছবির প্রযোজনা সংক্রান্ত কাজকর্মও এখন তদন্তের আওতায়। অভিযোগের সত্যতা অবশ্য বিচারাধীন।

রাস্তার রং বদল ঘিরে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

কলকাতার রাস্তা, ডিভাইডার, গার্ডরেল ও উড়ালপুলে নীল-সাদার জায়গায় হলুদ-সাদা রং লাগানোর কাজ শুরু হতেই তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও দানা বেঁধেছে। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিরোধীদের একাংশ ক্ষমতার সঙ্গে পরিকাঠামোর রং বদলের রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেছে। প্রশাসনের বক্তব্য অবশ্য, বিষয়টি রাজনৈতিক পরিচয়ের নয়, বরং যান চলাচলের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত। ২০১১ সালের পর রাজ্যের সরকারি পরিকাঠামোয় নীল-সাদা রঙের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছিল। রাস্তার ধারের কাঠামো থেকে শুরু করে গার্ডরেল, ল্যাম্পপোস্ট, ফুটপাথ; বিভিন্ন জায়গায় সেই রঙের ছাপ পড়ে। সরকার বদলের পরে সেই চেনা বিন্যাস বদলে এখন অনেক জায়গাতেই হলুদ-সাদা রং দেখা যাচ্ছে। রোড রোড, ইএম বাইপাস-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এই পরিবর্তন চোখে পড়ছে। সরকারি যুক্তি, রাতে কম আলো, কুয়াশা কিংবা খারাপ দৃশ্যমানতার সময় হলুদ রং রাস্তার প্রতিবন্ধক বা বিভাজককে তুলনামূলক সহজে চোখে পড়তে সাহায্য করে। সড়ক নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক চর্চাতেও গার্ডরেল ও ডিভাইডারে সাদা, হলুদ বা কালো রঙের ব্যবহারের নজির রয়েছে। ফলে নতুন রংকে শুধুই রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে দেখলে নিরাপত্তার প্রশ্নটি আড়ালে থেকে যেতে পারে। তবে বিরোধীরা সেই যুক্তিতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, স্মৃতিগমূল যা করেছে, বিজেপিও সেই পথেই হাঁটছে। স্মৃতি তাঁর দাবি, রাস্তার রঙের বদলে নিরাপত্তার বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

বিনিয়োগ টানতে জমি-বিদ্যুৎ নীতিতে বদলের বার্তা শুভেন্দুর

হলদিয়ায় নতুন শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধন মঞ্চ থেকে রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ বদলের রূপরেখা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তিনি জানানেন, দীপাবলির আগেই রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি প্রকাশ করা হবে। জমি, বিদ্যুতের দাম এবং শিল্পে সরকারি সুবিধা; বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নতুন নীতিতে স্পষ্ট করা হবে বলে তাঁর বক্তব্য। শুভেন্দুর কথায়, মন্ত্রীগোষ্ঠীর তরফে ইতিমধ্যে শিল্পনীতি পেশ করা হয়েছে। ল্যান্ড পলিসি, পাওয়ার ট্যারিফ-সহ সবকিছু থাকছে। আমরা কাজ করছি। দীপাবলির আগেই আপনাদের সামনে নিয়ে আসব নয়া শিল্পনীতি। রাজ্যে শিল্প টানতে তাঁর সরকারের অবস্থানও এ দিন স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে বার বার উঠে এসেছে আগের দুই পর্বের সরকারের সমালোচনা। বাম আমলের শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলন, ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধের সংস্কৃতির অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, আমরা দু’টো কাজ করব না। ৩৪ বছরের বাম জমানায় শ্রমিক সংগঠনের দাপট, ধর্মঘট, তালা লাগানো আর ম্যানেজমেন্টকে শারীরিক ভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। তৃণমূল সরকারের আমলের

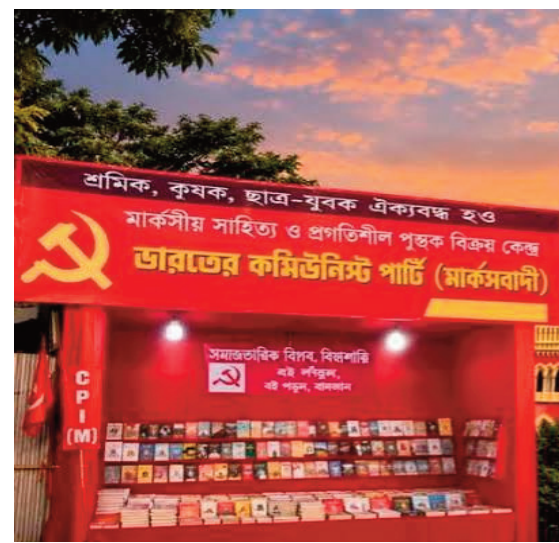


জমিনীতি, শিল্পে প্রণোদনা এবং সিডিকেট ব্যবস্থা নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, স্মরণ্য ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে জঘন্য জমিনীতি এবং ইনসেনাটিভ তুলে দেওয়া, আর সিডিকেট রাজ থাকার জন্য কোনও শিল্প পশ্চিমবঙ্গে আসেনি। এর বিপরীতে নিজেদের সরকারের নীতি কী হবে, তারও বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ৩৪ বছর এবং ১৫ বছর; দু’টো থেকে বেরিয়ে এসে আমরা প্রো-পিপল, প্রো-ইন্ডাস্ট্রি সরকার। ব্যবসা ও শিল্পের পরিবেশ তৈরি করে আমরা করব জয়। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে এ দিনের নতুন প্ল্যান্টের উদ্বোধন সেই ঘোষণার বাস্তব উদাহরণ হিসাবেও

তুলে ধরা হচ্ছে। একই অনুষ্ঠানে শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় আগামী দিনে তাঁর সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য জানিয়েছেন। অর্থাৎ নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার আগেই সরকার বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান; দুই ক্ষেত্রেই নিজেদের অগ্রাধিকার স্পষ্ট করতে চাইছে। দীপাবলির আগে শিল্পনীতি প্রকাশের ঘোষণা তাই শুধু প্রশাসনিক সময়সীমা নয়। জমি পাওয়া, বিদ্যুতের খরচ এবং শিল্প স্থাপনে সরকারি সুবিধা; এই তিন ক্ষেত্রে রাজ্য কতটা বদল আনতে পারে, তার উপরই বিনিয়োগকারীদের কাছে নতুন সরকারের শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তির পরীক্ষা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি উড়িয়ে ‘শারদোৎসব’ পালন বামেদের!

দুর্গাপূজো নয়, শারদোৎসবেই রইল বামেরা। নিজেদের বুক স্টল থেকে শুভেচ্ছা বার্তা, সর্বত্রই ‘শারদোৎসব’ শব্দটিই ব্যবহার করল সিপিএম-সহ বিভিন্ন বাম শরিক দল। বই স্টল নিয়ে অশান্তি, আইনি জটিলতার মাঝে বৃহস্পতিবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের লিখিত শুভেচ্ছাবার্তায় অনুপস্থিত ‘দুর্গাপূজো’ শব্দবন্ধনী। বারবারই তিনি লিখেছেন ‘শারদোৎসব’। বার্তায় শুভেচ্ছার পাশাপাশি উৎসবের সময়ে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানান ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা, বাঙালির জীবনে সঙ্গে মিশে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তো শিশু। বুধবার রাত থেকেই বামেদের বই স্টল ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। এর নেপথ্যে রক্ষণা শিবিরের উসকানিকে দায়ী করছে সিপিএম। বরানগর, ডানলপ থেকে যশোর রোড, ঢাকুরিয়া, পুজোর সময়ে ‘প্রগতিশীল সাহিত্য ও মতাদর্শের প্রচার’ ঘিরে বাধার অভিযোগ তুলেছে সিপিএম-সহ বাম সংগঠনগুলি। অন্যদিকে, নৈহাটি, বনগাঁ এবং যশোর রোড সংলগ্ন এলাকায় বইয়ের স্টল তৈরির অনুমতি নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায়



কলকাতা হাই কোর্ট পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। প্রশ্ন তুলেছে, বেলুন-বন্দুকের স্টল বসতে পারলে বইয়ের স্টল বসবে না কেন? রাস্তায় নেমে নিজেদের কর্মসূচির অনুমতিতে আদায়ের লড়াইয়ের পাশাপাশি চলছে আইনি যুদ্ধও। হার না মানা লড়াই। তবে সবকিছুর মাঝে যথারীতি স্থান করে নিয়েছে শারদোৎসব বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য ছিল, ‘শারদোৎসব’ নয়, লিখতে হবে ‘দুর্গাপূজো’। কিন্তু নিজেদের

অবস্থানে অনড় বামেরা। সমস্ত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে লেখা হয়েছে, ‘মার্কসীয় প্রগতিশীল সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্র’। বামেদের তরফ থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে লেখা বার্তায় লেখা হয়েছে শারদোৎসব। কমরেডকুলের নেতাদের ব্যাখ্যা, শুধু দুর্গাপূজো দিয়ে উৎসব হয় না। এরপরেও অনেক পূজো বা আচার-অনুষ্ঠান থাকে। গোটা মাস জুড়ে চলে উৎসব। তাই মুখ্যমন্ত্রীর বেধে দেওয়া শব্দবন্ধনী মানতে বাধ্য নন তাঁরা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পে জুড়ল আরও ৫ এইমস

রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসার পরিসর আরও বাড়ছে। স্বাস্থ্যসাধী প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্য দেশের আরও পাঁচটি এইমস-কে জোড়া হল। বুধবার অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এই সিদ্ধান্তের কথা। কলকাতা থেকে দূরের জেলাগুলিতে উপভোক্তাদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতেই এই পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসার জন্য দিল্লির আনসারি নগরের এইমস তালিকাভুক্ত ছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী এইমস, বিহারের পাটনা, অসমের গুয়াহাটি, ওড়িশার ভুবনেশ্বর, বাড়খণ্ডের দেওঘর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ওই এইমসগুলিতে সরকারের বেঁধে দেওয়া শর্ত অনুসারে স্বাস্থ্য প্রকল্পের উপভোক্তাদের খরচ ফেরত পাওয়ারও যোগ্যতা নির্ধারিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন নিয়মে চিকিৎসার জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা থাকছে না। নিজেদের প্রয়োজনমতো উপভোক্তারা সংশ্লিষ্ট এইমসের বহির্বিভাগে চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা চিকিৎসা করাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে যে অর্থ নেবে, স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় যে পরিমাণ অর্থ ফেরত পাওয়ার যোগ্য, তার মধ্যে যেটি কম, সেই পরিমাণই ফেরত দেওয়া হবে। তার জন্য শর্ত, সীমা ও বিধিনিষেধও বহাল থাকবে। বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ ফেরতের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট বিধি রয়েছে। ২০০৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে যে রোগ ও চিকিৎসার তালিকা অনুযায়ী এই খরচ ফেরত দেওয়া হবে। তালিকা সংশোধন করে ২০২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়ম কার্যকর থাকবে। তালিকার বাইরে থাকা রোগ বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলেই সেই খরচ ফেরত পাওয়া যাবে না। তবে এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা করাতে যাতায়াতের খরচ প্রকল্পের আওতায় ফেরত দেওয়া হবে না। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতায়াতের জন্য কোনও সফর-ভাতা মিলবে না।

ইন্দ্রনীলের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

পূজো প্যাভিলে এন্টি পাস বিক্রির নামে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ! ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী। আজ, বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। দীর্ঘ শুনানি শেষে ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি। যা নিঃসন্দেহে চাপে ফেলবে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে। এমনকী আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়া তাঁকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও কোনও বাধা থাকল না। জনা গিয়েছে, বউবাজার থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআরের ভিত্তিতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। অভিযোগ, ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে চড়া দামে দুর্গাপূজোর টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। দুর্গাপূজোর প্রিভিউ শোয়ের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই বউবাজার থানার পুলিশ এফআইআর দায়ের করে। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।



সম্পাদকীয়

১৫ অক্টোবর ২০২৬ ১১ বৃহস্পতিবার

দিল্লিতে সাংবাদিকদের আটক কেন ?

সাংবাদিকদের আটকের ঘটনাটি সামনে এসেছে এমন এক দিনে, যখন সুপ্রিম কোর্টে দিল্লির বিক্ষোভ ঘিরে আটক, চলাচলে বিধিনিষেধ এবং নাগরিকদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও দিল্লিতে সাংবাদিকদের আটক কেন? মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত। শনিবারের পর রবিবার আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ফের পুলিশি বাধা ও আটকের মুখে পড়েন সাংবাদিকেরা। সুপ্রিম কোর্টে বেআইনি আটক রোধা এবং মানুষের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করার বিষয়টি ওঠার পরও সাংবাদিকদের আটক করার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিয়ে কত জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য কোনো স্পষ্ট তথ্য নেই। দ্য হিন্দু জানিয়েছে, অন্তত সাত জন সাংবাদিককে আটক করা হয়। স্ক্রল ডট ইন-এর প্রতিবেদনে অন্তত ন'জনের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, হিন্দুস্তান টাইমস-এর দাবি, রবিবার অন্তত ১২ জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আটক হওয়া সাংবাদিকদের সংখ্যা ভিন্ন। দিল্লি পুলিশও এই বিষয়ে তার কোনও হিসেব প্রকাশ করেছে বলে এই প্রতিবেদনগুলিতে উল্লেখ নেই। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর হিন্দি বিভাগের সাংবাদিক শাম্বত, সিয়া এবং বিজয় কুমার রবিবার দিল্লির কনট প্লেস এলাকায় সিজিপি-র বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ করছিলেন। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁদের চেলমসফোর্ড রোড এলাকা থেকে পুলিশ আটক করে বাসে তোলে। পরে উত্তর দিল্লির ছত্রাসাল স্টেডিয়ামের কাছে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আটক হওয়ার পর প্রায় ৪৫ মিনিট তাঁদের পুলিশের হেফাজতে থাকতে হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ওই সাংবাদিকেরা। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাংবাদিকেরা নিজেদের প্রেস কার্ড দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ আটকের নির্দিষ্ট কোনও আইনি কারণ জানায়নি। কনট প্লেসে বিক্ষোভকারীদের আটক করার সময় সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন তাঁরা। সেই ঘটনার খবর করতে গিয়েই পুলিশ পদক্ষেপের মুখে পড়েন বলে তাঁদের বক্তব্য। সাংবাদিক বেন্দ্রান্ত আগরওয়াল এবং সারা খানকেও কনট প্লেস থেকে আটক করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের আটক করার ঘটনা কভার করার সময় প্রেস কার্ড দেখানো সত্ত্বেও পুলিশ তাঁদের টেনে নিয়ে যায়। এ ছাড়া মালয়ালম ভাষার অন্তত তিনটি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের আটক করার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের কয়েক ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে মাতৃভূমি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, প্রত্যেক সাংবাদিককে ঠিক কখন আটক করা হয়েছিল এবং কখন মুক্তি দেওয়া হয়, তার বিস্তারিত সময় সব ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়নি। হিন্দুস্তান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাদের সহযোগী প্রকাশনা হিন্দুস্তান-এর সাংবাদিক আশিস সিং রবিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ আর কে আশ্রম মার্গে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন -এর বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর দাবি, পুলিশের আটক করার ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করার সময় তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয় এবং কোনও ধারালো বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয় বলে তাঁর সন্দেহ। বারবার নিজের পরিচয় জানিয়ে প্রেস কার্ড দেখালেও পুলিশ তাঁর কথা শোনেনি বলে অভিযোগ আশিসের। আশিসের বক্তব্য, তাঁকে এক চিত্রসাংবাদিকের সঙ্গে বাসে তুলে দেওয়া হয়।

যাঁরা অন্ধ, তারাই আজ

সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে

লিখেছেন অয়ন মুখোপাধ্যায়



দুর্গাদাস রায়চৌধুরী দেশবাসীর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে জীবনের জন্য কোনো করুণা প্রার্থনা ছিল না, ছিল না মৃত্যুভয়। ছিল শুধু একটি আবেদন; রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্য যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনও বিস্মৃত না হয়। একইভাবে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিবারের উদ্দেশে লেখা শেষ চিঠিতে জানিয়েছিলেন, কী অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, তা তিনি জানেন না; তবে দেশের জন্য প্রাণ দিতে তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই। এই

এই ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ।

আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা কীভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে গায়েব হয়ে গেল, অথবা প্রচলিত ইতিহাসের ধারায় যখন এই নয়জন বাঙালির আত্মত্যাগের কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না, তখন বিস্মিত হতে হয়।

অথচ আমরা এখনও এই মেকি সত্যের খেলায় নিশ্চুপ। দেশের মানুষের এই বীরত্বগাথা ভুলিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই তীক্ষ্ণ আক্ষেপ: তসাহেবরা যদি পাখি মারতে যান, তারও ইতিহাস লেখা হয়; কিন্তু বাংলার কোনো ইতিহাস নাই এবার মূল ঘটনায় আসি;

১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ে কোচিন ও মাদ্রাজ উপকূলে কর্মরত একদল ভারতীয় সৈনিক ও নৌসেনানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। আমরা এই ঘটনাকে বলতে পারি ‘মাদ্রাজ কোস্টাল ডিফেন্স’-এর বিদ্রোহ। এই বীরগাথার প্রামাণ্য দলিল আজও সংরক্ষিত আছে -এর কোর্ট মার্শাল নথিতে। শৈলেশ দে-র সুভাষ ঘরে ফেরে নাই গ্রন্থেও এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সুগত বসুর আকর গ্রন্থ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের মুক্তি সংগ্রাম-এ এই জাতীয় ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই। আবার গবেষক সুধীর কুমার মিত্রের হুগলি জেলার ইতিহাস এবং নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বঙ্গ সংস্কৃতির এক পর্ব গ্রন্থেও এই ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তবু স্বাধীনতার পর সেম্পরশিপ ও আমাদের উদাসীনতায় এই ইতিহাস রহস্যজনকভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এর কারণ অন্য কোনো প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এই অসমসাহসী যোদ্ধাদের আসল অবদান কী ছিল, সেটা আমাদের জানা দরকার। ১৯৪৩ সালে এই নৌসেনাদের মধ্যে বেতন ও খাদ্যের তীব্র বৈষম্য, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা এবং ইংরেজ অফিসারদের বর্ণবিশ্লেষী আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মছিল। এই সময় গোপন সূত্র ধরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ভারতীয় নৌসেনাদের যোগাযোগ ঘটে। নেতাজি তখন দ্বিমুখী কৌশল নিতে চাইছিলেন; একদিকে সীমান্তে বাহ্যিক বছর আগে, ১৯৪৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গেই ঘটেছিল

সেনাছাউনিগুলোতে বিদ্রোহ তৈরি করা। গোপন বার্তাবাহক ও আজাদ হিন্দ রেডিওর মাধ্যমে তিনি মানকুমার বসু ঠাকুরদের মতো বিপ্লবী সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। প্রসঙ্গত বলি, এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন জমাদার মানকুমার বসু ঠাকুর এবং হাবিলদার সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়; যিনি বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাগ্নে; জন্ম ১৯২০ সালে মানিকতলায় এবং পৈতৃক বাড়ি হুগলির বলাগড়ের খামারগাছি-কামালপুরে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অচল করা, অন্যান্য সেনাঘাটীর ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সুভাষ বসুর বার্তা পৌঁছে দেওয়া, স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের একাবদ্ধ করা এবং ইংরেজদের প্রয়োজনীয় তথ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই পর্যায়ে ভারতীয় নৌ অফিসাররা পরিকল্পনামাফিক প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমুদ্রে ফেলে দিয়ে ব্রিটিশ সামরিক শক্তিকে বিপদে ফেলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ১৯৪৩ সালের ১৮ এপ্রিল গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। থ্রেপ্তার হন নয়জন বীর সৈনিক; মানকুমার বসু ঠাকুর, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, নন্দকুমার দে, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, কালীপদ আইচ এবং দিনেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁদের বিচার প্রকাশ্য আদালতে হয়নি। ৬ জুলাই ব্যঙ্গালোরের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চে গোপন সামরিক আদালত বসে। ৫ আগস্ট মামলার রায় বেরোয়। তাতে নয়জনের ফাঁসির আদেশ হয়; আব্দুর রহমান ও আর. এন. ঘোষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং এ. কে. দে-র সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃত্ব; কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ; কেউই এগিয়ে আসেনি। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ অবস্থায় আড়ালগ্রাউন্ডে থাকায় ‘৪৬ সালের মতো ‘৪৩-এর এই বিদ্রোহের পাশে দাঁড়ানোর কোনো বাস্তব সুযোগ তাদের ছিল না। এমনকি শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফাঁসি রদের চেষ্টা করেছিলেন বলে যে অলীক গল্প প্রচলিত আছে, শহীদ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের বক্তব্য অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ফাঁসির অপেক্ষায় থেকেও

দুটি চিঠি শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতির দলিল নয়; স্বাধীনতার ইতিহাসে আত্মত্যাগের এক অনন্য নৈতিক উচ্চতার সাক্ষ্য। ১৯৪৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ এই নয়জন বাঙালি বীরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। ঔপনিবেশিক শাসক ভেবেছিল, তারা বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। ১৯৪৬ সালে একই দাবি এবং সংকল্প নিয়ে ভারতীয় নৌসেনারা বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ শুরু করেন, যা ব্রিটিশ শাসনের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল। প্রশ্ন হলো, তবু এই ইতিহাস স্মৃতির অন্তরালে থেকে গেল কেন? কারণ ইতিহাস কেবল ঘটনাসমষ্টি নয়, ক্ষমতার রাজনীতিও বটে। আর সেই রাজনীতির নীরবতার মুখেই প্রতিধ্বনিত হয় জীবনানন্দ দাশের কালজয়ী পংক্তি: অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ, যাঁরা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই; প্রীতি নেই; করুণার আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাঁদের সুপারামর্শ ছাড়া। কিন্তু আমাদের মতন অন্ধদের কাছ থেকে ‘সুপারামর্শ’ নেবে কোন সরকার? কোন প্রতিষ্ঠান? কিংবা কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা? সেই উত্তর আমার জানা নেই। তবে এটুকু জানি, মিলান কুন্দেরা মিথ্যে বলেননি; ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম মূলত স্মৃতিকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করার সংগ্রাম। আর সেই কথাই অন্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেন সপ্তদশ শতকের রাজনৈতিক দার্শনিক থমাস হবস। গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, যুক্তি ও সত্যকে সামনে তুলে ধরা লেখকের দায়িত্ব; আর সেই সত্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া পাঠকের। তাই বলা যায়, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপদ ভুলে যাওয়া নয়; বরং ভুলে যাওয়া থেকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া। ১৯৪৩ সালের এই বিস্মৃত নৌবিদ্রোহ তাই কেবল অতীতের একটি অধ্যায় নয়, আমাদের কাছে এটা বর্তমানেরও একটি প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর শেষ পর্যন্ত পাঠককেই দিতে হবে। তিনি কি প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেবেন, নাকি বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে থাকা ইতিহাসের দিকেও একবার চোখ ফিরে তাকাবেন? সৌ : দৈনিক আজাদি।





১৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

মাটিতে দুর্গা গড়ে নজর কাড়ল ১১ বছরের কিংশুক

মালদহঃ বয়স মাত্র ১১ বছর। এই বয়সে অনেকেরই সময় কাটে খেলাধুলোয়। কিন্তু কিংশুক সরকারের নেশা মাটি দিয়ে নানা কিছু গড়া। সেই নেশা থেকেই এ বার নিজের হাতে তৈরি করে ফেলেছে দেবী দুর্গার প্রতিমা। খুদে ছাত্রের হাতে মাটির দলা থেকে দেবীর রূপ পাওয়ার সেই প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে এলাকার মানুষের মালদহের হবিবপুর থানার আহিহো বস্তিনগর এলাকার বাসিন্দা কিংশুক আহিহো উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই মাটি নিয়ে খেলতে ভালবাসে সে। পাশাপাশি, বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা তৈরির প্রতিও ছিল তার আগ্রহ। বাবা অনুপ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিমা তৈরির কাজ দেখতে যেত কিংশুক। শিল্পীদের হাতে মাটির দলা ধীরে ধীরে কী ভাবে দেবদেবীর রূপ নেয়, তা দেখেই প্রতিমা গড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মায় তার। সেই আগ্রহ



থেকেই এ বার নিজের কল্পনা ও হাতের কাজকে সঙ্গী করে মা দুর্গার প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগায় কিংশুক। ছেলের এই আগ্রহ দেখে তাকে নিরুৎসাহ করেননি বাবা। বরং প্রতিমা তৈরির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এনে দিয়ে উৎসাহ জুগিয়েছেন তিনি। অনুপের কথায়, ছোটবেলা থেকেই মাটির প্রতি ছেলের আলাদা চান। মাটি নিয়ে খেলতে খেলতেই কখন যে প্রতিমা তৈরির প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে

পারেননি তাঁরা। ভবিষ্যতে ছেলে যদি শিল্পী হতে চায়, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর বিশ্বাস, শিল্পের প্রতি এই ভালবাসাই এক দিন ছেলেকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাত্র ১১ বছর বয়সে কিংশুকের এই সৃজনশীলতা দেখে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিমা শিল্পে নিজের পরিচিতি তৈরি করতে পারে এই খুদে প্রতিভা।

দেবীর আরাধনায় সমাজসেবার ছোঁয়া, বারাসাতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

উত্তর ২৪ পরগনাঃ উৎসবের আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা দিল বারাসাতের শ্রী আদিশক্তি অস্ট্রোজিক্যাল ইনস্টিটিউট। ঢাকার বাদি, আলোর রোশনাই আর মাতৃবন্দনার আবহে দুর্গাপূজাকে ঘিরে যখন উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে চারদিক, ঠিক তখনই ধর্মীয় আরাধনার পাশাপাশি মানবসেবাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিলেন সংস্থার সভাপতি সৌমেন চ্যাটার্জী। প্রতিবারের মতো এবারও তাঁর উদ্যোগে পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক কর্মসূচি। বারাসাত পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাদু এলাকায় এবছর ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল শ্রী আদিশক্তি

অস্ট্রোজিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুর্গাপূজা। পূজোর আয়োজনেও রয়েছে বিশেষ জাঁকজমক। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ষষ্ঠ বর্ষে এই প্রথম সরকারি অনুদান পাওয়ায় তাঁরা কৃতজ্ঞ। সেই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সভাপতি সৌমেন চ্যাটার্জী। তবে পূজোর আকর্ষণ শুধু মণ্ডপসজ্জা কিংবা প্রতিমার আরাধনায় আটকে থাকেনি। পূজোর আনন্দকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই পঞ্চমীর দিন দেবীর বোধন ও আরাধনার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। সেখানে এলাকার যুবক-যুবতী-সহ শতাধিক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। অন্যদিকে, বর্ষাকাল ও

পরিবর্তিত আবহাওয়ায় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে ষষ্ঠীর দিন আরও একটি মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এলাকার পাঁচ শতাধিক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় মশারি। উদ্যোক্তাদের আশা, এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে মশাবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে সহায়তা করবে। সব মিলিয়ে শ্রী আদিশক্তি অস্ট্রোজিক্যাল ইনস্টিটিউটের এবারের দুর্গোৎসব হয়ে উঠেছে ধর্মীয় আবেগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য মেলবন্ধন। সৌমেন চ্যাটার্জীর এই উদ্যোগে খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁদের মতে, উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা তখনই, যখন তার আনন্দের ভাগ পৌঁছে যায় সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে।

মন্ত্রীর আশ্বাসে সচল হল হাওড়া-কলকাতার ফেরি

কলকাতাঃ বকেয়া বেতন ও পূজোর বোনাসের দাবিতে কর্মবিরতি। তার জেরে বুধবার দুপুর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হাওড়া-কলকাতার ১৪টি ঘাটের ফেরি পরিষেবা। পূজোর মুখে বিপাকে পড়েছিলেন নিত্যযাত্রী থেকে ঠাকুর দেখতে বেরোনো মানুষ। বৃহস্পতিবার পঞ্চমীর দুপুরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের রপ্তমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাইয়ের আশ্বাসে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেন আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ায় নিজের দফতরে হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মন্ত্রী। কর্মীদের অভিযোগ, শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন



তিনি। বকেয়া বেতন ও অন্যান্য দাবিদাওয়া মেটানোর আশ্বাস পেয়ে কাজে ফেরেন কর্মীরা। এর পরেই দুপুর থেকে ১৪টি ঘাটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয় কর্মীদের দাবি, সংস্থায় প্রায় ২৫০ জন কাজ করেন। দুমাস ধরে বেতন না মেলায় পূজোর আগে আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন তাঁরা। বোনাসও মেলেনি। ফলে পরিবারের জন্য নতুন পোশাক কেনাও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পূজোর সময়ে ঘাটগুলিতে টিকিট বিক্রি থেকে

উল্লেখযোগ্য আয় হলেও বকেয়া মেটানোর উদ্যোগ নেয়নি কর্তৃপক্ষ। বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন ফেরিঘাটে কর্মবিরতি শুরু হয়। তার জেরে আহিরীটোলা, শোভাবাজার, বাগবাজার, বাবুঘাট-সহ বিভিন্ন রুটে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র ছ'টাকা ভাড়ায় প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার মানুষ এই পরিষেবার উপর নির্ভর করেন বলে দাবি কর্মীদের। পরিষেবা চালু হওয়ায় পূজোর সময়ে বড়সড় দুর্ভোগ এড়াবেন যাত্রীরা।

সুন্দরবনে মায়েদের হাতেই দুর্গাপূজা

দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ সুন্দরবন লাগোয়া প্রত্যন্ত বিনোদপুরে মায়েদের উদ্যোগে দুর্গাপূজাকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। মায়েদের হাতেই মায়ের আরাধনা এমনই অভিনব উদ্যোগে নতুনভাবে সেজে উঠেছে এলাকার দুর্গাপূজা। এই পূজোয় উপস্থিত হন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উৎপল নন্দর-সহ দলের একাধিক কর্মী-সমর্থক। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজায় মহিলাদের এই উদ্যোগ এলাকায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, অল্পপূর্ণা ভাণ্ডারের অর্থের সহায়তায় এই



পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার মহিলাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই পূজোকে ঘিরে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। এদিন পূজোয় উপস্থিত হয়ে মহিলাদের এই উদ্যোগ সম্পর্কে কী বার্তা দিলেন বিজেপির

জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উৎপল নন্দর, এই পূজোর তাৎপর্য এবং অল্পপূর্ণা ভাণ্ডারের অর্থ দুর্গাপূজার আয়োজন নিয়ে তাঁর বক্তব্য ঘিরে আগ্রহ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

পূজোর ভিড় সামলাতে দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮০০ ট্রাফিক হোমগার্ড মোতায়েন



দক্ষিণ দিনাজপুরঃ দুর্গাপূজায় যান চলাচল সৃষ্টি ও স্বাভাবিক রাখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৮০০ জন ট্রাফিক হোমগার্ড মোতায়েন করল জেলা পুলিশ। এদিন বালুরঘাট পুলিশ লাইনে ট্রাফিক হোমগার্ডদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও ব্রিফিং দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের নিজ নিজ ট্রাফিক গার্ড এবং নির্ধারিত ডিউটি এলাকায় পাঠানো হয়। দুর্গাপূজার দিনগুলিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এই উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপূজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে ব্যাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



১৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

বানিয়াটারিতে শুরু নালার নির্মাণের কাজ

শীতলকুচি : পূর্ব শীতলকুচির বানিয়াটারি এলাকার ২৪২ নম্বর বুথে ১২৫ দিনের জি রাম জি প্রকল্পের অধীনে নালার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৬০০ মিটার দীর্ঘ এই নালার নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার মানুষ নালার সমস্যা ভুগছিলেন। নালার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে বিশেষ করে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এলাকার কৃষকরা অনেকটাই সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই কাজের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পুলিন চন্দ্র বর্মণ, কিষান মোচার সভাপতি তিলক চাঁদ বর্মণ, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ কল্যাণ বর্মণ, বুথ সভাপতি নিরঞ্জন বর্মণ, স্বপ্না



বর্মণ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বলরাম বর্মণ বলেন, নালার নির্মাণ হলে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গাটি বর্ষিত ছিল। নালার নির্মাণের

ফলে এলাকার কৃষকদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছি। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে নালার নির্মাণের এই উদ্যোগে এলাকার কৃষিকাজে সুবিধা হবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

পূজোতে শতাধিক দুঃস্থের হাতে নতুন বস্ত্র প্রদান বিজেপির

শীতলকুচি : দুর্গাপূজার আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াল বিজেপির বুথ কমিটি। শীতলকুচি ৫ নম্বর মণ্ডলের ছোট শালবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২৭২ নম্বর বুথ কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজন করা হল বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। এদিন এলাকার শতাধিক দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তুলে দেন কমিটির নেতৃত্বাধীন উৎসবের মরুমুখে নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশি হন উপভোক্তারা। তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো এবং পূজার আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ২৭২ নম্বর বুথের সভাপতি রবিন বর্মণ, ৫ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক স্বপ্না বর্মণ, সৃজন বর্মণ, খিরেশ্বর বর্মণ-সহ বুথ



কমিটির অন্যান্য সদস্য ও নেতৃত্বাধীন। এদিন বুথ সভাপতি রবিন বর্মণ জানান, ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময় তাঁদের মনস্কামনা ছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে অসুপ্রহর, চড়ক পূজা, রাম পূজা এবং বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির

আয়োজন করবেন। সেই সংকল্পের অংশ হিসেবেই একে একে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে গরিব ও অসহায় মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দিতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারা তাঁদের কাছে বড় প্রাপ্তি বলে জানান।

টোটোর রুট ও ভাড়া নিয়ে বিক্ষোভ, উত্তপ্ত সন্দেশখালির ত্রিমোহিনী

বসিরহাট : টোটোর রুট ও ভাড়া নিয়ে চালকদের মধ্যে বিবাদ। তার জেরে টোটো চলাচল বন্ধ রেখে বিক্ষোভে शामिल হলেন চালকদের একাংশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ত্রিমোহিনী এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি হাতে রাস্তায় নামতে দেখা গেল পুলিশকে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে স্থানীয় সুপ্রাথমিক, ত্রিমোহিনী এলাকায় দিন দিন টোটোর সংখ্যা বাড়ছে। তাতেই সমস্যায় পড়ছেন পুরনো টোটোচালকেরা। টোটোর রুট নির্ধারণ এবং ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। সেই ক্ষোভ থেকেই টোটো চলাচল বন্ধ রেখে প্রতিবাদে নামেন



চালকদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, রুট ও ভাড়া সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সন্দেশখালি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকর্মীদের লাঠি হাতে রাস্তায় নামতে দেখা যায়। এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্য পুলিশি নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। টোটোর সংখ্যা বৃদ্ধি, রুট নির্ধারণ এবং ভাড়া নিয়ে চালকদের মধ্যে তৈরি হওয়া বিরোধ কী ভাবে মিটেবে, এখন সেই দিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিমোহিনী এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

উৎসবের আনন্দ পৌঁছল সুন্দরবনের দুর্গতদের ঘরে

কুলতলী : দুর্গাপূজার আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে সুন্দরবনের বাঘ ও কুমিরের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাঁটামারী বালক সংঘ। পূজা উপলক্ষে সংগঠনের উদ্যোগে শতাধিক গ্রামবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হল পূজার সামগ্রী। জীবিকার তাগিদে সুন্দরবনের নদী কিংবা জঙ্গলে গিয়ে যাঁরা বাঘ-কুমিরের আক্রমণের শিকার হয়েছেন, সেই সমস্ত পরিবারের সদস্যদের মুখে উৎসবের হাসি ফোটাতেই এই মানবিক উদ্যোগ। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার বহু মানুষের জীবন-জীবিকা নদী ও জঙ্গলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।



মাছ, কাঁকড়া কিংবা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁদের বিপদের মুখে পড়তে হয়। বাঘ বা কুমিরের আক্রমণে পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যু কিংবা আহত হওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির জীবনে গভীর সংকট তৈরি করে। সংসার চালানোর পাশাপাশি উৎসবের সময় বাড়তি খরচ সামালানোও তাঁদের

কাছে কঠিন হয়ে ওঠে। সেই বাস্তবতার কথা মাথায় রেখেই দুর্গাপূজার আগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেয় কাঁটামারী বালক সংঘ। সংগঠনের পক্ষ থেকে শতাধিক গ্রামবাসীর হাতে পূজার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণই নয়, বিপদের দিনে অসহায় পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী এই পরিবারগুলির কাছে এমন সহযোগিতা উৎসবের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে

তুলেছে। সংগঠনের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের মতে, উৎসবের প্রকৃত আনন্দ তখনই সার্থক হয়, যখন সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং বিপর্যস্ত মানুষের মুখেও হাসি ফোটে। দুর্গাপূজার আনন্দ যেন শুধু শহর কিংবা স্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের ঘরেও পৌঁছয়; এই লক্ষ্যেই কাঁটামারী বালক সংঘের এই উদ্যোগ। সুন্দরবনের কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্যে এমন মানবিক প্রচেষ্টা সামাজিক দায়বদ্ধতার এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত
দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং ছঠ পূজা উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে
ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর 100/- টাকা	5 বছরের উপর 200/- টাকা
---------------------------------	-------------------------------------

Follow Us:
www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



১৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

জুবন জোড়া

নয়া জামানা

সবুজ পাতার মায়া ছাড়ো, ঘরে ফেরো : বেন্দু

আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসার জটিলতা এবং গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়ায় নতুন ধাক্কার আবহে প্রবাসী ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের দেশে ফেরার জোরালো সওয়াল করলেন জোহা-র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর বেন্দু। ভিনদেশে কাজের অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মেধাবীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা; অন্য দেশ যদি দরজা বন্ধ করে, তবে অনুন্নয়-বিনয় বা বেআইনি ভাবে থেকে যাওয়ার চেষ্টা না করে সন্মানের স্বদেশে ফিরে দেশের প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলা উচিত।

সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বেন্দু লেখেন, অন্য দেশ যখন চলে যেতে বলবে, তখন নিজের দেশে ফিরে আসাই দস্তুর। এছাড়া আর বিকল্প কী? সেখানে থেকে যাওয়ার জন্য ওদের পায়ে ধরা, নাকি বেআইনি ভাবে পড়ে থাকা? ফলস্বরূপ তাঁর দাবি, সফটওয়্যার ক্ষেত্রে কাজের



বাজার সংকুচিত হলেও ভারতে এই মুহূর্তে এমন অজস্র ক্ষেত্র রয়েছে যা নতুন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসনের একটি পদক্ষেপে বড় ধাক্কা খেয়েছে নিয়োগভিত্তিক গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়া। মাইগ্রেশনসফট, টিসিএস, ইনফোসিস এবং উইপ্রো-র মতো প্রথম সারির আর্টিফিচিয়াল ইন্টেলিজেন্সের 'পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন' (পিআরএম)

কর্মসূচি থেকে সাময়িক ভাবে স্থগিত করেছে আমেরিকা। এর ফলেই ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মীদের আমেরিকায় স্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন জোরদার ধাক্কা খেয়েছে।

। সেই প্রেক্ষিতেই বেন্দুর এই আহ্বান; বিদেশি ডিগ্রির মোহ বা চাকরির অনিশ্চয়তা না ভুগে দেশীয় প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত করতেই হাত লাগান প্রবাসীরা।

শেয়ার বাজারে স্বস্তির ইঙ্গিত, পর্যালোচনার বার্তা অর্থমন্ত্রীর

আগামী সাধারণ বাজেট তৈরির প্রাথমিক তোড়জোড় শুরু হতেই শেয়ার বাজারের জন্য ইতিবাচক বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দালাল স্ট্রিট থেকে বিদেশি লগ্নিকারীদের (এফপিআই) লাগাতার তহবিল প্রত্যাহারের আবহে তিনি জানিয়েছেন, শেয়ার বাজারের কর কাঠামো; বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ কর (এলটিসিজি)

ও সিকিউরিটিজ ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) পুনর্বিবেচনা করার বিষয়ে সব পক্ষের বক্তব্য শুনতে সরকার প্রস্তুত। অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর বাজারে কর লাঘবের আশা নতুন করে তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত ইকুইটিটির উপর এলটিসিজি ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করা হয়েছিল। যদিও ছাড়ের সীমা এক লক্ষ থেকে বাড়িয়ে সওয়া এক লক্ষ টাকা করা হয়। পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি



মূলধনী লাভ কর (এসটিসিজি) ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ২০ শতাংশ।

এর পর ২০২৬-এর বাজেটেও ইকুইটি ডেরিভেটিভসের উপর এসটিটি বৃদ্ধি করে কেন্দ্র, যা কার্যকর হয়েছে চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে। টানা করবৃদ্ধি এবং বিশ্ববাজারের টালমাটাল পরিস্থিতির জেরে বেশ কিছু দিন ধরেই ভারতীয় বাজার থেকে মুখ ঘোরাচ্ছিলেন

বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। এই পরিস্থিতিতে কর পর্যালোচনার ইঙ্গিত আসায় লগ্নিকারীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

তবে আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা থাকায় শেষ পর্যন্ত কর কাঠামো কতটা শিথিল করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয়ও রয়েছে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মধ্যে।

এবার দিল্লির রামলীলায় রাবণের সঙ্গে আরশোলা বধ!

এবার রামলীলার ময়দানেও আরশোলা! রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদের পাশাপাশি ৩০ ফুটের আরশোলাকেও 'বধ' করা হবে দিল্লিতে। ইতিমধ্যে রাজধানীতে শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতি।

প্রশ্ন উঠছে, নথিবদ্ধ রাজনৈতিক দল না হয়েও একাধিক আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা, কেন্দ্রের শাসক দলের নান্দিশ্বাস তোলা অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত 'ককরোচ জনতা পার্টি'ই কি আরশোলা বধের নেপথ্যে? রাজধানীর পিতমপুরার 'শ্রী কেশব রামলীলা কমিটি' সদস্যদের দাবি, 'আরশোলা' বধ আসলে 'অপরিচ্ছন্নতা ও ময়লা'র বিরুদ্ধে

একটি প্রতিবাদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের অংশ হিসাবেই বিষয়টিকে দেখা হচ্ছে। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট বিজেপি বিধায়ক অশোক গোয়েল। তাঁর বক্তব্য, রামলীলায় আরশোলা বধের সঙ্গে রাজনীতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তাহলে হঠাৎ আরশোলা বধ কেনা? গোয়েলের দাবি, রাবণসেনায় অসুরদের মধ্যে ছিল আরশোলাও। এই হল সেই আরশোলা। প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে জন্ম হয় 'ককরোচ জনতা পার্টি'র। 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র প্যারোডি করা শব্দগুচ্ছ। অনলাইনে দ্রুত জনপ্রিয়তা

অর্জন করে অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত দলটি। এক সপ্তাহের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ যুবা এর সদস্য হয়। ইনস্টাগ্রামে ২ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার হয়।

এরপর প্রশ্নফাঁস আন্দোলনে নামে তারা। যার জেরে ইন্তফা দিতে বাধ্য হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এসআইআর বিরোধী এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কুমারের ইন্তফার দাবিতে আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে সিজেপি।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিজেপি সরকারের বিপরীতে শক্তিশালী বিরোধী হয়ে উঠছে আরশোলা।

এবার দিল্লির রামলীলায় রাবণের সঙ্গে আরশোলা বধ!

এবার রামলীলার ময়দানেও আরশোলা! রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদের পাশাপাশি ৩০ ফুটের আরশোলাকেও 'বধ' করা হবে দিল্লিতে। ইতিমধ্যে রাজধানীতে শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতি।

প্রশ্ন উঠছে, নথিবদ্ধ রাজনৈতিক দল না হয়েও একাধিক আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা, কেন্দ্রের শাসক দলের নান্দিশ্বাস তোলা অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত 'ককরোচ জনতা পার্টি'ই কি আরশোলা বধের নেপথ্যে? রাজধানীর পিতমপুরার 'শ্রী কেশব

রামলীলা কমিটি' সদস্যদের দাবি, 'আরশোলা' বধ আসলে 'অপরিচ্ছন্নতা ও ময়লা'র বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের অংশ হিসাবেই বিষয়টিকে দেখা হচ্ছে। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট বিজেপি বিধায়ক অশোক গোয়েল। তাঁর বক্তব্য, রামলীলায় আরশোলা বধের সঙ্গে রাজনীতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাহলে হঠাৎ আরশোলা বধ কেনা? গোয়েলের দাবি, রাবণসেনায় অসুরদের মধ্যে ছিল আরশোলাও। এই হল সেই

আরশোলা। প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে জন্ম হয় 'ককরোচ জনতা পার্টি'র। 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র প্যারোডি করা শব্দগুচ্ছ। অনলাইনে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে অভিজিৎ দীপকে প্রতিষ্ঠিত দলটি। এক সপ্তাহের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ যুবা এর সদস্য হয়। ইনস্টাগ্রামে ২ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার হয়। এরপর প্রশ্নফাঁস আন্দোলনে নামে তারা। যার জেরে ইন্তফা দিতে বাধ্য হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

ইজরায়েলি আকাশে পাক পাইলটে 'না' এয়ার ফ্রান্সের

তেল আভিভমুখী বিমানে পাকিস্তানি পাইলট ও কেবিন ক্রু নিষিদ্ধ করল এয়ার ফ্রান্স। ইজরায়েলের নয়া আকাশ নিরাপত্তা বিধির সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই কড়া পদক্ষেপ করেছে ফরাসি বিমান সংস্থাটি। শুধু পাকিস্তানই নয়, ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কহীন আরও ৩০টি দেশের ক্রু সদস্যদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হচ্ছে এই কড়াকড়ি। আমেরিকার ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সও ইতিমধ্যেই তেল আভিভ উড়ানে এমন ২৯টি দেশের কর্মীদের ডিউটি না দেওয়ার রপরেখা তৈরি করেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর

দুবাই থেকে তেল আভিভগামী 'ফ্লাইদুবাই' বিমানে ওমানি সহ-চালকের জঙ্গি নাশকতার চেষ্টার পর থেকেই নড়েচড়ে বসে ইজরায়েল প্রশাসন। ১ অক্টোবর সে দেশের পরিবহণ মন্ত্রক স্পষ্ট নির্দেশিকা দেয়, তেল আভিভগামী বিমানে এমন কোনও দেশের কর্মী রাখা যাবে না, যাদের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।



নিষেধাজ্ঞাটি কতটা কঠোর, তার প্রমাণ মিলেছে মঙ্গলবারই। আকাশপথে এক ঘণ্টা ওড়ার পর এক ইন্দোনেশীয় চালক থাকায় ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানকে মাঝপথ থেকেই ফিরিয়ে দেয় তেল আভিভ এটিসি। চালক বদল করে তবেই নামতে দেওয়া হয় বিমানটিকে। এই ঘটনার পরই এয়ার ফ্রান্স কর্মীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে,

দ্বিতীয় কোনও দেশের নাগরিকত্ব থাকলেও তা গোপন করা যাবে না। অন্য দিকে, চেক প্রজাতন্ত্রের স্মার্টউইংস এবং আমেরিকার ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সও এই পথেই হাঁটছে। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে এমন জাতীয়তা-ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা ঘিরে ইতিমধ্যেই বৈষম্যের অভিযোগে জলধোলা শুরু হয়েছে কর্মী সংগঠনগুলির অন্দরে।

আপ শাসিত পাঞ্জাবেও যোগীর দাওয়াই!

ওষুধের দোকানে রমরমিয়ে মাদকের ব্যবসা চলছে! তার প্রতিবাদ করতেই সমাজকর্মীকে গুলি করে হত্যা করে দোকান মালিক। পাঞ্জাবের এই ঘটনায় হাইচই পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে।

জানা গিয়েছে, ওই দোকান মালিকের বাড়ির বেশ কিছু অংশ বুলডোজারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী আমজনতাও রেগে গিয়ে

দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। পারবিন্দর সিং ঝোটা নামে এক ব্যক্তি দোকানের সামনে গোটা ঘটনার লাইভ করছিলেন।

দোকানের এক কর্মীকে তিনি মাদক বিক্রি নিয়ে প্রশ্ন করেন। সেসময়েই এক ব্যক্তি দাবি করেন, ওই দোকান থেকে মাদক কিনেছেন। দোকানের মালিকও ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত

হলে দুজনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। খানিক পরেই পারবিন্দরের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেন দোকান মালিক। বচসা বাড়তে পারবিন্দরকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেন দোকান মালিক। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। লাইভে ধরা পড়ে গোটা ঘটনা। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত দোকান মালিক অশ্বিনী কুমার।



১৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

হার্দিক-পর্ব শেষ, মুম্বইয়ের গদিতে ফিরছেন ‘হিটম্যান’

পরীক্ষার মেয়াদ শেষ, ব্যর্থতার ধাক্কা শেষ পর্যন্ত পুরনো সেনাপতির শরণাপন্ন হতে হচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ানকে। ২০২৭ আইপিএল মরসুমে ফের রোহিত শর্মাকেই অধিনায়ক পদে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত একপ্রকার চূড়ান্ত করে ফেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ। হার্দিক পাণ্ড্যকে দায়িত্ব দেওয়ার পর কেটে গিয়েছে তিনটি মরসুম। কিন্তু ট্রফি তো দূর, একটি বছর বাদে বাকি দুটিতে প্লে-অফের টিকিটটুকুও জোগাড় করতে পারেনি দল। ২০২৬ মরসুমে লিগ টেবিলের ৯ নম্বরে নেমে আসার পর হার্দিককে সরিয়ে রোহিতের অভিজ্ঞতাতেই আস্থা রাখা হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টে। ২০২৪ মরসুমে গুজরাট টাইটান্স থেকে হার্দিককে ফিরিয়ে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তে সমর্থকদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। ড্রেসিংরুমের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছিল দলের পারফরম্যান্সেও। সেই খরা কাটাতেই এ বার ‘ঘরের ছেলে’কে পুরো নিয়ন্ত্রণ দিতে চায় মুম্বই। দল সূত্রের খবর, ২০২৭ মরসুমে চল্লিশে পা দিতে চলা রোহিতের এটাই হয়তো আইপিএল



কেরিয়ারের শেষ অধ্যায় হতে পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজির লক্ষ্য, রোহিতের নেতৃত্বে ড্রেসিংরুমে শৃঙ্খলা ফেরানো এবং তাঁরই হাত ধরে ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে তিলক বর্মার মতো তরুণকে তৈরি করে নেওয়া। অধিনায়কের দৌড়ে সূর্যকুমার যাদব ও সহ-অধিনায়ক তিলক বর্মার নাম ভাবনায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত রোহিতই এগিয়ে। টানা চোটের কারণে যশপ্রীত বুমরাহকে অধিনায়ক করার ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। অন্য দিকে সূর্যকুমারের গত মরসুমের অফ-ফর্ম তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে। রোহিতের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হলে হার্দিকের

ভবিষ্যৎ কী? সূত্রের দাবি, ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নিজের জায়গা নিয়ে স্বস্তিতে নেই হার্দিকও। কানাঘুষো চলছে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে ট্রেড ডিলের; যেখানে হার্দিককে দিয়ে তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে দলে নেওয়ার ভাবনা ও সহ-অধিনায়ক তিলক বর্মার নাম ভাবনায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত রোহিতই এগিয়ে। টানা চোটের কারণে যশপ্রীত বুমরাহকে অধিনায়ক করার ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। অন্য দিকে সূর্যকুমারের গত মরসুমের অফ-ফর্ম তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে। রোহিতের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হলে হার্দিকের

লোথি রোডের ঘাসে বিশ্বতারকাদের মেলা

ঘরের মাঠে চেনা কোর্সের সুবিধা নাকি বিশ্বের মহারথীদের নিখুঁত সুইং; বৃহস্পতিবার থেকে দিল্লি গল্ফ ক্লাবে শুরু হতে চলা চার মিলিয়ন ডলারের ডিপি ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে নজর এখন এই দ্বন্দ্বের দিকেই। টুর্নামেন্টে ১৪৪ জন গল্ফারের মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, পাক্ষা সাতাশ।

তবে উল্টো দিকে যে দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে, তা রীতিমতো সমীহ জাগানো। ররি ম্যাকইলরয় থেকে শুরু করে টমি ফ্লিটউড, জাস্টিন রোজ কিংবা প্যাট্রিক রিডের মতো সাত জন মেজর জয়ী তারকা নামছেন কাপ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে। ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্রার ও পিজিটিআই-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সবচেয়ে বড় বাজি শুভঙ্কর শর্মা এবং অনিবার্ণ লাহিড়ী। গত সপ্তাহেই কপিল দেব ইনভিটেসনাল ট্রার জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছেন শুভঙ্কর। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের অনুশীলনের জটিলতা কাটিয়ে তিনি এখন ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে

‘বেসিক্স’-এ ফিরেছেন, আর তাতেই সুফল মিলেছে। অন্য দিকে সাত সপ্তাহের লম্বা বিরতি কাটিয়ে মাঠে ফেরা অনিবার্ণ খুঁজছেন নিজের হারানো ছন্দ। ১৯৯৯ সালে এই

তলওয়ার, বীর অহলাওয়াত ও যুবরাজ সাধুর মতো ঘরোয়া সার্কিটের চনমনে তারকারাও। তবে বিশ্বসেরাদের ভিড়ে দিল্লি গল্ফ ক্লাবের আটোসাঁটো ফেয়ারওয়েতে



মাঠেই সি-ক্যাটাগরির ম্যাচ খেলে পেশাদার জীবনের ভিত গড়েছিলেন অনিবার্ণ। চেনা ঘাসে তাই তাঁর লক্ষ্য স্রেফ ফর্ম পুনরুদ্ধার নয়, কঠিন মরসুমের হতাশা ভুলিয়ে ফের ট্রাকে ফেরা। ভারতীয় শিবিরে অভিজ্ঞতার ঘটতি নেই। কৃষ্ণ ইনভিটেসনাল জিতে ফর্মে থাকা গগনজিৎ ভুজার যেমন রয়েছেন, তেমনিই পাল্লা দিতে তৈরি খালিন যোশী, সপক

মার্জিন অফ এরর শূন্যের কাছাকাছি। দু'বারের মাস্টার্স জয়ী বব্বা ওয়াটসন, ওপেন দ্য এস্প্যানিয়া চ্যাম্পিয়ন গ্র্যান্ট ফরেস্ট কিংবা ইউরোপীয় রাইডার কাপ অধিনায়ক লুক ডোনাল্ডদের মতো নামগুলো স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ভারতীয়দের জন্য এই লড়াই স্রেফ একটা টুর্নামেন্ট নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে নিজেকে ওজন মেপে নেওয়ার খাঁটি অ্যাসিড টেস্ট।

মাসের সেরা গিল-শেফালি, পঞ্চমবারের নজির শুভমানের

চন্ডিগড়ে দ্রুততম দ্বিশতরানের ইনিংসের রেশ এখনও কাটেনি, তার মধ্যেই আইসিসি-র স্বীকৃতিতে নতুন মাইলফলক ছুঁলেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ান ডে অধিনায়ক শুভমান গিল। অভিষেক শর্মা ও সিকন্দর রাজাকে টপকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন তিনি। সেই সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে পঞ্চমবার আইসিসি ‘প্লেয়ার অব দ্য মাস’ হওয়ার বিরল রেকর্ড গড়লেন শুভমান।



চন্ডিগড়ে দ্রুততম দ্বিশতরানের ইনিংসের রেশ এখনও কাটেনি, তার মধ্যেই আইসিসি-র স্বীকৃতিতে নতুন মাইলফলক ছুঁলেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ান ডে অধিনায়ক শুভমান গিল।

ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে এই ট্রফি ঘরে তোলেন তিনি। বর্তমানে আইসিসি ক্রমতালিকায় ওয়ান ডে ব্যাটারদের শীর্ষে থাকা গিল জানিয়েছেন, সামনের বছর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে এই ধারাবাহিকতা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। অন্য দিকে, সেপ্টেম্বর মাসে সাতটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭২ গড়ে এবং ১৮৪.৬১ স্ট্রাইক রেটে ৩৬০ রান করে মেয়েদের বিভাগে সেরা হয়েছেন সহ-অধিনায়ক শেফালি বর্মা। ব্যাট

হাতে দু'টি অর্ধশতরান ও একটি শতরানের পাশাপাশি অফস্পিনে তুলে নিয়েছেন ছয়টি মূল্যবান উইকেট। আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরান এবং ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভারতের সোনা ধরে রাখার নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। হরমনপ্রীত কৌর সরে দাঁড়ানোর পর স্মৃতি মন্ডানার ডেপুটি হিসেবে এ বার ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ে সিরিজে নামার অপেক্ষায় শেফালি।

ভিসার প্যাঁচে আটকে সোনা

কুস্তির ম্যাচে নামার আগেই মার্কিন দূতাবাসের লাল ফিতের যাঁসে আটকে গেলেন ভারতের নয় জন উদীয়মান কুস্তিগির। আমেরিকার লাস ভেগাসে শুরু হওয়া অনুর্ধ্ব-২৩ বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু মার্কিন দূতাবাস শেষ মুহূর্তে তাঁদের ভিসা প্রত্যাখ্যান করায় টুর্নামেন্টে যাওয়াই হল না ২০২৪ সালের অনুর্ধ্ব-১৭ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নেহা সান্ডওয়ান-সহ চার মহিলা ও পাঁচ গ্রিকো-রোমান কুস্তিগিরের। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন (ডব্লুএফআই)। ভিসা বাতিলের কারণ হিসেবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে; আবেদনকারীদের বয়স কুড়ির কোঠায় বা তার নিচে এবং তাঁদের কোনও ‘স্থায়ী চাকরি’ নেই। দূতাবাসের এই শর্তকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ডব্লুএফআই সভাপতি সঞ্জয় সিংহ। তাঁর স্পষ্ট কথা, ক্ষমপ্রা পেশাদার অ্যাথলিট, কুস্তিই এঁদের চব্বিশ ঘন্টার পেশা। দূতাবাস এমন আচরণ করল যেন সাধারণ পর্যটকের আবেদন খতিয়ে দেখছে! বিশ্ব কুস্তি নিয়ামক সংস্থা (ইউডব্লুডব্লু)-র হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও বরফ গেলনি। সঞ্জয় সিংহের দাবি, এই চরম খামখেয়ালিপনায় ভারতের হাত থেকে অন্তত পাঁচটি নিশ্চিত সোনা হাতছাড়া হল। গ্রিকো-রোমানে বিশ্বজিত মোরে ফাইনালের টিকিট কেটে ইতিহাস তৈরি করলেও, সামগ্রিক ভাবে দলের শক্তি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদদের সাধারণ অভিযাসন নিয়মের দাড়িপাল্লায় মেপে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দেওয়ার এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।



দাদার ডেরায় যুবি



দু'দশক আগে যাঁর আঙুল ধরে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রেখেছিলেন, আইপিএলের মধ্যে ফের তাঁরই ডেপুটি হয়ে নতুন ইনিংস শুরু করছেন যুবরাজ সিংহ। ২০২৭ আইপিএল মরসুমের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের সহকারী তথা ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন দেশের হয়ে দু'টি বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অলরাউন্ডার। সম্প্রতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রধান কোচের পদে বসিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ফলে ভারতীয় দলের পর এ বার আইপিএলের ডাগআউটেও একসঙ্গে দেখা যাবে ‘দাদা-যুবি’ জুটিকে। পেশাদার কোচ হিসেবে যুবরাজের এটাই প্রথম কাজ। ২০১৫ সালে তৎকালীন দিল্লি ডেয়ারডেভিলস ১৬ কোটি টাকার রেকর্ড অঙ্কে দলে নিয়েছিল তাঁকে। এগারো বছর পর সেই পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই ফিরলেন, তবে সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায়। আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত যুবি বলেন, ক্ষমপ্রাচ হিসেবে দাদার সঙ্গে জুটি বাঁধতে মুখিয়ে রয়েছি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং কর্তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু পুরনো। কোচিং নিয়ে আমি বরাবরই আগ্রহী, তাই অত্যন্ত প্রতিভাবান এই দলটার সঙ্গে কাজ শুরু করার তর সইছে না ক্ষম খেলার ময়দান থেকে অবসর নিলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শুভমান গিল, অভিষেক শর্মা ও প্রভাসিমরন সিংহের মতো তরুণদের মেন্টর হিসেবে নেপথ্যে কাজ করেছেন যুবরাজ। এ বার সরাসরি সৌরভের অধীনে দিল্লির সাজঘরের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ট্রফির মুখ দেখেনি দিল্লি। গত দু'টি মরসুমেও প্লে-অফে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন দল। এই খরা কাটাতেই জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর পরিচালনায় টিম ম্যানেজমেন্ট টেলে সাজিয়ে দুই পোড়খাওয়া প্রাক্তন সেনানীর হাতে ব্যাটন তুলে দিল।